দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

উন্নতমানের বই প্রকাশ ও প্রকাশনা সংস্থা গড়ার জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হবে

আবুল কাসেম

সরকারের বিবেচনাধীন খসড়া জাতীয় গ্রন্থনীতিতে বলা হয় যে, গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকাশনার ক্ষেত্র আধুনিক ও গতিশীল করে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত মুদ্রণসামগ্রী বিশেষত বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রণের উপযোগী সরঞ্জাম ও মেশিনারী আমদানীকে অগ্রাধিকার দান করা হবে। দেশে উন্নতমানের কাগজ, কালি ও মুদ্রণের সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উন্নতমানের বই প্রকাশ করা সহজ করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী খাতকে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। দেশে শক্তিশালী প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ ও সহায়তা দেয়া হবে।

গ্রন্থনীতির প্রথমেই স্পষ্টভাবে এই নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও ডিজাইনারসহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের শ্রমের মর্যাদা, প্রতিভার স্বীকৃতি ও মনন সম্পদ রক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করা হবে।

আলোচ্য গ্রন্থনীতিতে বল হয় যে, দেশের স্বাধীনতা ও তার বিকাশের উপযোগী বই প্রকাশে সহায়তা করাই হবে বইনীতির মূল লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনা নিশ্চিত করার জন্য সকল পর্যায়ে পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যোগ্য ও মেধাসম্পন্ন প্রকাশকশ্রেণী গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। শিক্ষিত জনশক্তিকে প্রকাশনার ক্ষেত্রে জড়িত হতে উৎসাহিত করা হবে। প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদেরকে স্বদেশে এবং বিদেশে ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। প্রকাশনায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের কাজে দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করা হবে। বিদেশী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সহযোগিতায় দেশে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়া হবে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক এবং রেফারেন্স বই রচনায় সহযোগিতা দেয়া হবে। বিভিন্ন ভাষায় রচিত উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের বাংলা অনুবাদের কার্যক্রম গ্রহণ করে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন মিটাতে সহায়তা করা হবে। সকল ধরনের পাঠকের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহ দান করা হবে এবং প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখকদের সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দেয়া হবে। শিশু-কিশোরদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় ও আকর্ষণীয় সৌষ্ঠবে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য ধরনের গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনায় উৎসাহ দেয়া হবে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সম্পাদন করে তা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে। দেশের প্রকাশিত গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় অনুবাদে উৎসাহিত করা হবে। অল্প শিক্ষিত স্বল্পবিত্ত পরিবারের সন্তানদের সুবিধার্থে পাঠ্য বিষয়ে সহায়ক পুস্তক প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। তবে এটা নিশ্চিত করা হবে যে, সহায়ক বইয়ের গুণগত মান যেন সুরক্ষিত হয় এবং এ সকল পুস্তকের প্রকাশনা যেন কারও কেবলমাত্র আর্থিক লাভের বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়। অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য উন্মুক্ত নীতির অধীন গ্রন্থের আমদানী সহজ ও সুলভ করা হবে। অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী পুস্তকের আমদানী কার্যকরভাবে রোধ করা হবে। আমদানীকৃত বিদেশী বই যাতে বেশী দামে বিক্রি না করা হয়, এজন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশে প্রকাশিত বই বিদেশে রফতানী করার জন্য উৎসাহ দেয়া হবে। বই রফতানীকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে ঘোষণা করা হবে। জাহাজ ও বিমানে কম ভাড়ায় এবং কম ডাক মাশুলে বই রফতানীর ব্যবস্থা করা হবে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত গ্রন্থমেলা এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠানের জন্য উৎসাহ দেয়া হবে। শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

সৃজনশীল সাহিত্য কর্মের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা হবে। গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য সহায়তা দানকে আয়কর রেয়াতের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের সেবার মান উন্নত করা হবে। সুপরিচালিত গ্রন্থাগার ও পরিচালককে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পুরস্কার দেয়া হবে। গ্রামে গ্রামে পাঠাগার স্থাপনে উৎসাহ দেয়া হবে।

দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিশের ব্যবস্থা করা হবে। এই সব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার ও সংরক্ষণাগার গড়ে তোলার বিষয় বিবেচনা করা হবে।

জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের নিয়ে একটি জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে।

জাতীয় গ্রন্থনীতির ভূমিকায় প্রথমেই বলা হয় যে, মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে গ্রন্থে। গ্রন্থই বহন করে জাতির ফ্যাসফিত অভিজ্ঞতা ও জীবন-ভাবনা। জাতির উন্নতির সঙ্গে গ্রন্থের রচনা, প্রকাশ ও পঠনপাঠন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুস্পষ্ট গ্রন্থনীতি জাতির সুপরিকল্পিত বিকাশের সহায়ক। জাতীয় গ্রন্থনীতি গ্রহণ করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী ১৯৯১ সনের ২২শে ডিসেম্বর জাতীয় গ্রন্থমেলার উদ্বোধনী ভাষণে যে ঘোষণা দেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ইসলাম উদ্দিন মালিকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি খসড়া গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করে। খসড়া নীতি পর্যালোচনার পর মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে।